মুক্তারপুর সেতু

৬ ফাল্গুন ১৪১৪ : ১৮ ফেব্রুয়ারী ২০০৮

শুভ উদ্বোধন

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
সেতু ভবন, ঢাকা

নবনির্মিত মুক্তারপুর সেতু

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বাণী

ঢাকা-মুন্সীগঞ্জ সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর বহু প্রতীক্ষিত **"৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু (মুক্তারপুর সেতু)"** -এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হওয়ায় আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি।

উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা সভ্যতা ও সমৃদ্ধির পূর্বশর্ত। ধলেশ্বরী নদীর উপর মুক্তারপুরে যে সেতু নির্মিত হলো তা এ অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমার বিশ্বাস। এ সেতু নির্মিত হওয়ায় মুন্সীগঞ্জ ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জনগণের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণ হলো এবং রাজধানী ঢাকার সাথে মুন্সীগঞ্জের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হলো। আমি **৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু (মুক্তারপুর সেতু)** -এর নির্মাণের সাথে জড়িত যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ, China Road & Bridge Corporation (CRBC) সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

আমি এ সেতুর উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করি।

আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

প্রফেসর ডঃ ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ

এক নজরে মুক্তারপুর সেতু

সেতুর ধরণ	ঃ	প্রি-স্ট্রেসড কনক্রিট বক্স গার্ডার
সেতুর দৈর্ঘ্য	ঃ	১৫২১ মিটার
প্রস্থ	ঃ	১০.০০ মিটার
ভার্টিক্যাল ক্লিয়ারেন্স	ঃ	১৮.২৯ মিটার
হরাইজেন্টাল ক্লিয়ারেন্স	ঃ	৭৬.২০ মিটার
সংযোগ সড়ক (উভয় পাড়ে)	ঃ	৬৭৩.২৩৫ মিটার
সংযোগ সড়কের প্রস্থ	ঃ	১২.৫ মি.
নদীশাসন	ঃ	৭০০.০০ মিটার
স্প্যান সংখ্যা	ঃ	৩৭টি
পাইল সংখ্যা	ঃ	১২৬টি
পিয়ার সংখ্যা	ঃ	৩৬টি
এ্যাবাটমেন্ট সংখ্যা	ঃ	২টি
ভিত্তির ধরণ	ঃ	পাইল ফাউন্ডেশন
মোট প্রকল্প ব্যয়	ঃ	২০৮.৩৫ কোটি টাকা
প্রকল্প সাহায্য	ঃ	১২৯.২০ কোটি টাকা
জিওবি তহবিল	ঃ	৭৯.১৫ কোটি টাকা
নির্মাণ শুরু	ঃ	জুলাই/২০০৫
নির্মাণ সম্পন্ন	ঃ	জানুয়ারী/২০০৮
নির্মাণ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান	ঃ	চায়না রোড এন্ড ব্রীজ কর্পোরেশন
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	ঃ	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ (বাসেক)

প্রধান উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

ধলেশ্বরী নদীর উপর ৬ষ্ঠ বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সেতুর (মুক্তারপুর সেতু) উদ্বোধন হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

আমার বিশ্বাস, এ অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে এ সেতুটি একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে। সেতুটি নির্মাণের ফলে মুন্সীগঞ্জের সাথে রাজধানী ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী অন্যান্য জেলার যোগাযোগ সহজ হবে। জেলার ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, কৃষি পণ্যের বিপণন ও নতুন কলকারখানা স্থাপনে তা ইতিবাচক অবদান রাখবে।

আমি সেতুটির নির্মাণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত সকলকে এবং মুক্তারপুরবাসী ও গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের সরকার ও জনগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

ড. ফখরুদ্দীন আহমদ

মেজর জেনারেল গোলাম কাদের (অব)
উপদেষ্টা
যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশের মত একটি নদীমাতৃক এবং ঘণবসতিপূর্ণ দেশে সুসমন্বিত যাতায়াত ব্যবস্থা অনেক সমস্যা সমাধানে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। সুষ্ঠু ও সমন্বিত যাতায়াত ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সড়ক উন্নয়নের সাথে সেতু নির্মাণ অপরিহার্য। সে বিবেচনায় ঢাকা-মুন্সীগঞ্জ সড়কে ধলেশ্বরী নদীর সেতু নির্মাণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হলো।

ধলেশ্বরী নদীর উপর এ সেতুটি নির্মিত হওয়ায় ঢাকা ও মুন্সীগঞ্জ জেলার মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপিত হলো। সেতুটি শুধু রাজধানী নয় দেশের বৃহত্তর পূর্বাঞ্চলের সঙ্গেও মুন্সীগঞ্জ জেলাকে যুক্ত করলো। যা এতদঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্য তথা সার্বিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে আরো গতিশীল করবে বলে আমার বিশ্বাস।

গণপ্রজাতন্ত্রী চীন সরকারের আর্থিক ও কারিগরী সহায়তায় এ সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ, চায়না রোড এন্ড ব্রীজ কর্পোরেশনসহ এ সেতু নির্মাণে সম্পৃক্ত সকল প্রকৌশলী, কর্মকর্তা/কর্মচারী, পরামর্শকসহ সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

গোলাম কাদের
উপদেষ্টা

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এর কর্মকান্ড :

খান এম ইব্রাহীম হোসেন
নির্বাহী পরিচালক
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

সুষ্ঠু ও সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থা একটি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। এ বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে ১৯৮৫ সালে এক অধ্যাদেশবলে (যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ-১৯৮৫) 'যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ' গঠিত হয়। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল বিশাল যমুনা নদীর ওপর ৪.৮ কি:মি: দীর্ঘ সেতু নির্মাণ বাস্তবায়ন করা। তদনুযায়ী ১৯৯৪-৯৮ সনে স্বপ্নের যমুনা সেতু বাস্তবায়িত হয়। সাফল্যজনকভাবে যমুনা সেতুর বাস্তবায়ন কাজ সমাপ্তির পর ১৯৯৮ সালে সরকার অধ্যাদেশ সংশোধন করে এ কর্তৃপক্ষের কার্যপরিধি বৃদ্ধির মাধ্যমে ১৫০০ মিটার ও তদূর্ধ দৈর্ঘ্যের সেতু এবং টোল সড়ক যথা: সড়ক, বাইপাস, ফ্লাইওভার, এক্সপ্রেসওয়ে, কজওয়ে, রিংরোড নির্মাণ ও নির্মানোত্তর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ এর উপর অর্পণ করে। সরকারের সচিব পর্যায়ের একজন নির্বাহী পরিচালক এর তত্ত্বাবধানে ৪ জন পরিচালকসহ মোট ১৫৭ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সমন্বয়ে গঠিত সাংগঠনিক কাঠামোর মাধ্যমে এ কর্তৃপক্ষের সার্বিক কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে।

ভবিষ্যতের সম্ভাবনা বিবেচনা করে উক্ত অধ্যাদেশটি ব্যাপকভাবে সংশোধন করা হয়েছে। তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য ঃ

Sec.-2(aa) "bridge" means a bridge having a length of one thousand five hundred meters (1.5 km) or more on any river or water body established or being established by the Authority, and includes-

(i) a multipurpose bridge,
(ii) approach roads of any such bridge,
(iii) slope, berm, burrow-pits and side drains of the approach roads of any such bridge,
(iv) all lands and embankments attached to any such bridge vested in the Authority for the purpose of the bridge,
(v) all ghats, landing places, jetties, spurs and protective bunds in the river or water body within the area of any such bridge,
(vi) river or water bed below the area of any such bridge.

Sec.-2(l) "toll road" means a road, bypass, flyover, expressway, causeway or ring road constructed or being constructed by the Authority for the use of which toll shall be charged and collected from the users, and includes-
(i) the slope , berm, burrow-pits and side drains of any such road,
(ii) all lands and embankments attached to any such road vested in the Authority for the purpose of the road,
(iii) access or link road, if any, of any such road,
(iv) all bridges and culverts built on or across any such road,
(v) all fences, posts, structures and facilities on any such road or on any land attached to any such road and all road side trees on such land.

গত ডিসেম্বর ২০০৭ এ অধ্যাদেশটির শিরোনাম সংশোধন করে "বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ" করা হয়েছে। তদনুযায়ী কর্তৃপক্ষের নাম হয়েছে **"বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ"**। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আওতায় যমুনা বহুমুখী সেতু বাস্তবায়িত হয়েছে, যা এদেশের যাতায়াত ব্যবস্থায় এক মাইলফলক হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। জুন, ১৯৯৮ তে সেতু চালু হওয়ার পর হতে এ সেতু দিয়ে যানবাহন পারাপার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে প্রতিদিন প্রায় ৭,১০০টি যানবাহন পারাপার হয় এবং টোল বাবদ প্রতিদিন প্রায় ৫৭.০০ লক্ষ টাকা আদায় হয়। এ সেতুর উপর গ্যাস লাইন স্থাপিত হওয়ায় দেশের উত্তরাঞ্চলে প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে বাঘাবাড়ী বিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ সিরাজগঞ্জ জেলায় গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে দেশের উত্তরাঞ্চলের অন্যান্য জেলায় গ্যাস সরবরাহ করা হবে। এ ছাড়াও এ সেতুর ওপর দিয়ে বর্তমানে রেল লাইন, বিটিটিবি, গ্রামীন ফোন, বাংলা লিংক- এর অপটিক্যাল ফাইবার কেবল এবং পিজিসিবি-এর পাওয়ার ট্রান্সমিশন লাইন চালু রয়েছে। ৪.৮ কি.মি. দৈর্ঘ্য ও ১৮.৫ মি. প্রস্থ এ সেতুতে ব্রড গেজ ও মিটার গেজ রেল সংযোগ করা হয়েছে এবং বর্তমানে প্রতিদিন ৯টি (৯X২=১৮ বার) রেল যাতায়াত করছে। তবে সেতুতে ফাটলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় রেল চলাচলের বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে। সেতুতে ফাটল মেরামতের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন আছে।

যমুনা সেতুর অবকাঠামো নিম্নরূপ ঃ

সেতুর দৈর্ঘ্য	-	৪.৮ কি.মি.	পূর্ব তীরের গাইড বাঁধের দৈর্ঘ্য	-	৩.০৭ কি.মি.
সেতুর প্রস্থ	-	১৮.৫ মি.	পশ্চিম তীরের গাইড বাঁধের দৈর্ঘ্য	-	৩.২৬ কি.মি.
সড়ক লেন	-	৪টি	পূর্ব সংযোগ সড়ক	-	১৪.৭৬ কি.মি.
রেলওয়ে লেন	-	১টি (মিশ্র গেজ)	পশ্চিম সংযোগ সড়ক	-	১৬.৯৩ কি.মি.
পাইল সংখ্যা	-	১২১টি			

সেতুর রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা :

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আওতাধীন যমুনা বহুমুখী সেতু নির্মাণ কাজ ১৯৯৮ সালে হুন্দাই ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড কনষ্ট্রাকশন কোম্পানী লিঃ কর্তৃক সম্পন্ন হয়। সেতুর ১ম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান দক্ষিন আফ্রিকার JOMAC Ltd. ২৩ জুন, ১৯৯৮ হতে ৩১ মার্চ, ২০০৪ তারিখ পর্যন্ত সেতুর উপরোক্ত দায়িত্ব পালন করে। ১লা এপ্রিল, ২০০৪ হতে এখন পর্যন্ত ২য় O&M Operator, Marga Net One Ltd. সেতু পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। O&M Operator তার দায়িত্ব হিসেবে সেতুর Routine Maintenance works, Guide Bund Maintenance, Approach Road Maintenance, Toll Collection, Traffic Management, Road Patrolling এবং সেতু এলাকার নিরাপত্তার কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। প্রতিটি কাজে কর্তৃপক্ষ নিবিড় তদারকী করে থাকে। পারাপারকারী যানবাহনের ক্রমবৃদ্ধির ফলে এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে টোল আদায়ের ফলে প্রতিমাসে/প্রতিবছরে সরকারী রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ প্রতি বছর ১০৩.০০ কোটি টাকা বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ করে যাচ্ছে। তাছাড়া ১১.০০ কোটি টাকা অপারেশন ব্যয় এবং ২৩.০০ কোটি টাকা ভ্যাট বাবদ পরিশোধের পরও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ সরকারের সর্বোচ্চ রাজস্ব অর্জনকারী সংস্থায় পরিনত হয়েছে। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ভবিষ্যতে জাতিকে আরও অধিক সেবা এবং সরকারের অধিক রাজস্ব সঞ্চয়ে দৃঢ় অঙ্গীকারবদ্ধ।

পদ্মা সেতু প্রকল্প :

বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ পদ্মা সেতু নির্মাণে সরকার বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। এ সেতু বাস্তবায়নের পদক্ষেপ হিসাবে ১৯৯৯ সালে প্রকল্পের প্রাক-সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। পরবর্তীতে জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা) কর্তৃক ২০০৩ সালের মে হতে ২০০৫ সালের মে পর্যন্ত সময়ে বিস্তারিত সমীক্ষা (Detailed Feasibility Study) পরিচালনা করা হয়। সমীক্ষা অনুযায়ী প্রকল্পটি কারিগরী এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়েছে। এ সেতুর উপর দিয়ে বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিযোগাযোগ এবং রেল লাইন স্থাপনের ব্যবস্থা থাকবে।

বিস্তারিত সমীক্ষার সুপারিশ অনুযায়ী ডিসেম্বর ২০০৫ হতে মে ২০০৬ সময়ের মধ্যে Land Acquisition Plan (LAP), Resettlement Action Plan (RAP) এবং Environmental Management Plan (EMP) প্রণয়ন করা হয় এবং উক্ত LAP-এর ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণের নিকট ভূমি অধিগ্রহণ প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, পদ্মা সেতু প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণের জন্য গত ১২.০৭.২০০৭ তারিখে "পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ) অধ্যাদেশ, ২০০৭" জারী করা হয়েছে।

মোট ১০,১৬১.৭৫ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত পদ্মা সেতু নির্মাণ প্রকল্পটি গত ২০.০৮.২০০৭ তারিখের একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। তন্মধ্যে স্থানীয় সম্পদের পরিমাণ ৩,২৮১.০৮ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্যের পরিমাণ ৬,৮৮০.৬৭ কোটি টাকা। এ প্রকল্পের আওতায় ৫.৫৮ কি:মি: দীর্ঘ সেতু, ১২.১৬৩ কি:মি: সংযোগ সড়ক এবং ১৬.৩০ কি:মি: নদীশাসন কাজ করা হবে। বিস্তারিত নক্সা প্রণয়নের কাজ সম্পন্নের পর ২০০৯-২০১০ সাল নাগাদ পদ্মা সেতুর নির্মাণ কাজ শুরু হয়ে ২০১৪-২০১৫ সাল নাগাদ সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়। উল্লেখ্য, বিস্তারিত নক্সার অর্থায়নে গত ১২.১২.২০০৭ তারিখে বাংলাদেশ সরকার এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের মধ্যে কারিগরী সহায়তা ঋণ চুক্তি (১৭.৬০ মি. মার্কিন ডলার) স্বাক্ষরিত হয়েছে। সেতুটি বাস্তবায়ন হলে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ১৯টি জেলা রাজধানী ঢাকা ও পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে সংযুক্ত হবে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সুবিধাও বহুগুণ বৃদ্ধি হবে। পদ্মা সেতু বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের দীর্ঘ দিনের লালিত স্বপ্ন ও আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটবে।

Ambassador Extraordinary & Plenipotentiary
of the People's Republic of China
to the People's Republic of Bangladesh

Message

I am delighted to give the message on the happy occasion of the opening to traffic of the Mukterpur Bridge, which we call the sixth China-Bangladesh Friendship Bridge. I would like to extend, on behalf of the Chinese government and in my own name, our warmest congratulations to the successful implementation of this significant project. I would also like to thank all the officials, staffs and workers involved in the project.

China and Bangladesh are neighboring countries enjoying profound traditional friendship. As a developing country, China tries its best to help its brotherly country Bangladesh and has extended sincere cooperation and supports for the Bangladesh economic development and the welfare of her people. I sincerely hope that, the Mukterpur Bridge, as well as the previous five China-Bangladesh Friendship Bridges built with China's assistance in past 20 years, will make great contributions in improving local transport and socio-economy development and become a new symbol of friendship of our two peoples.

We are convinced that, with joint efforts of our governments and people, the firmly-established Sino-Bangladesh relations of Comprehensive Partnership of Cooperation featuring long-term friendship, equality, and mutual benefit will shine out and bear more fruits in the days to come.

Zheng Qingdian

যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

মুন্সীগঞ্জসহ সংলগ্ন আরো ক'টি জেলার সঙ্গে ঢাকার সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে ঢাকা-মুন্সীগঞ্জ সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর বহু প্রতীক্ষিত " ৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু **(মুক্তারপুর সেতু)**" নির্মিত হয়েছে। সেতুটি যোগাযোগ ব্যবস্থার বিকাশ ও পরিবহন ব্যবস্থা উন্নয়ন ও প্রসারে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল। দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে এ সেতু অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী চীন সরকারের আর্থিক ও কারিগরী সহায়তায় সেতুটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে বলে আমরা ভ্রাতৃপ্রতীম চীন সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

এই সেতু বাস্তবায়নের সাথে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীসহ সংশ্লিষ্ট প্রকল্প ইউনিট, নির্মাণ সংস্থা ও উপদেষ্টা সংস্থার সকল প্রকৌশলী, কর্মী ও শ্রমিকবৃন্দকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

ড. মুহম্মদ মাহবুবুর রহমান
সচিব

নির্বাহী পরিচালক
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
ও সচিব
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

রাজধানী ঢাকার সাথে সরাসরি যোগাযোগকল্পে ঢাকা-মুন্সীগঞ্জ সড়কে ধলেশ্বরী নদীর ওপর 'মুক্তারপুর সেতু' নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হ'ল। এ সেতুটি যোগাযোগ ব্যবস্থায় বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের দ্বিতীয় অবদান। সারা দেশব্যাপী কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি হওয়ার আলোকে আরও কয়েকটি বৃহৎ সেতু অচিরেই এই কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে বাস্তবায়ন ও পরিচালনা করা হবে বলে আশা করা যায়।

কৃষি ও শিল্পপণ্য সম্ভারে সমৃদ্ধ মুন্সীগঞ্জ জেলার সংগে রাজধানী ঢাকা ও অন্যান্য অঞ্চলের নির্বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ স্থাপনে এই সেতু নির্মাণ ছিল অপরিহার্য। জনগণের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পূরণ হওয়ায় নদী পারাপারের ঝামেলা নিরসন হ'ল। সেতুটি ঢাকা বিভাগের দক্ষিনাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থাই উন্নত করবে না, সেই সাথে চট্টগ্রাম বিভাগের সংগে যোগাযোগের সুযোগও সহজতর করবে।

সেতুটির নির্মাণ ব্যয় নির্বাহ হয়েছে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন সরকারের অনুদান ও সুদযুক্ত ঋণ এবং বাংলাদেশের স্থানীয় মুদ্রার যোগান থেকে। এ প্রকল্পের নকশা প্রণয়ন করেছে চীনের Henan Provincial Communication Survey Planning & Design Institute, নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করেছে চীনের China Road & Bridge Corporation (CRBC)। নির্মাণ কাজ যৌথভাবে তদারক করেছে Hunan Provincial Jin Qu Communication Consultants Supervising Company Ltd এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নিরন্তর কর্ম উদ্যোগ, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং সুষ্ঠু পরিকল্পনার সুবাদে প্রকৃত নির্মাণ কাজ মাত্র আড়াই বছরে সম্পন্ন হয়েছে। এ জন্য সংশ্লিষ্ট দেশী-বিদেশী বিশেষজ্ঞ, প্রকৌশলী ও নির্মাণ কর্মীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং মুন্সীগঞ্জের জনগণকে শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

খান এম ইব্রাহীম হোসেন